

কাজলা দিদি  
লেখকচারণ -১ (১৯.৫.২০)



‘কাজলা দিদি’ কবিতাটি লিখেছেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। তিনি কবিতা রচনা ছাড়াও পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ‘কাজলা দিদি’ কবিতাটি কাব্যমালঞ্চ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। পল্লিত্রীতি তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য।



**জন্মসাল:** ১৮৭৮ সালের ২৭ নভেম্বর

**জন্মস্থান:** নদীয়া জেলা।

**সম্পাদিত পত্রিকা:** মানসী ও পূর্বাচল

**উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:** লেখা, কেয়া, বন্ধুর দান ইত্যাদি।

**মৃত্যুবরণ:** ১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি।

**Class:** চতুর্থ  
**Subject:** বাংলা ১ম

**Prepared by:** আফরোজা তাসনিম (নিপা)  
**Topic:** কাজলা দিদি

### ##. প্রয়োজনীয় শব্দার্থ:

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
শোলক	ছড়া/ শ্লোক
জোনাই	জোনাকি পোকা
দিদি	বড় বোন
নেবু	লেবু
ভুঁইচাপা	মাটির উপর জন্মানো ছোট চাঁপা ফুল
মাড়াস নে	পা দিয়ে পিষে না যাওয়ার নির্দেশ

\*\* শিক্ষার্থীরা কবিতাটি পাঠ্যবই থেকে ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে কয়েকবার পড়বেন এবং প্রতিটি লাইনের অর্থ বোঝার চেষ্টা করবেন।

**সারমর্ম:** এই কবিতায় মূলত তিনজন ব্যক্তির সম্পর্কের ভালোবাসার অন্তর্নিহিত বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তারা হলেন- একজন সন্তানহারা মা, যার অন্তরের চাঁপা কান্না, মৃত কাজলা দিদি এবং তার অবুঝ ছোট বোনের হারানো দিদিকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাকুলতা।

ছোট বোনটির সারাক্ষণের সাথি ছিল তার কাজলা দিদি। দিদি চিরদিনের জন্য তাদের ছেড়ে চলে গেছে না ফেরার দেশে। সেটি এই ছোট বোনটি জানে না, বোঝে না। প্রতি মুহূর্তেই সে তার প্রিয় কাজলা দিদির জন্য অপেক্ষায় থাকে। তার দিদি কোথায় গেছে, কেন আসে না তা জানতে চায় মায়ের কাছে। দিদি ওপারে চলে গিয়েছে জানতে পেলো ছোট মেয়ে আরও বেশি কষ্ট পাবে তাই মা উত্তর দিতে পারেন না। মুখ লুকিয়ে কাঁদেন।